— ৬৫ —

বিরহ, দশমী অবস্থা ও মূর্চ্ছাভঙ্গ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বৈষ্ণব রস সাহিত্যে 'মিলন ও বিরহ' — এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া রসের নানারূপ বৈচিত্র্যের আস্বাদন হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণ ও আলংকারিকেরা বিরহকে মিলন বা সম্ভোগ হইতেও শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। 'বিরহ' শব্দটির অর্থ হইতেছে রহ স্থানে মিলন অর্থাৎ হৃদয়ের অতি গোপন স্থানে মিলন —রসের আস্বাদন ঘটে। 'অতি গোপনে' নায়ক নায়িকাকে অথবা তদ্বিপরীতে নায়িকা নায়ককে আস্বাদন করেন। তন্নিমিত্তই ইহাকে বিরহ কহে। আবার বাহ্য দৃষ্টিতেও দেখা যায় যে বিরহ না ঘটিলে মিলন কখনও পুষ্টিলাভ করে না। প্রিয় বহুদিন প্রবাসে রহিয়াছেন, প্রিয়া দূরে প্রিয়তমের রূপ গুণ প্রভৃতির চিন্তা লইয়াই দিবারাত্র মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, বাহ্যত তাঁহাকে নিকটে না পাইলেও অন্তরের অন্তঃস্থলে তাঁহাকে সর্বদা আরও বেশী করিয়া পাইতেছেন, অথবা বহুদিন বিরহের পরে নিকটে পাইয়া মিলিত হইলেন, মিলন গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইল, কারণ পূর্বে বিরহ ছিল বলিয়াই অনেকদিন পরে প্রিয়তমের সহিত মিলন এতখানি রসপুষ্টির সহায়ক হইল। তজ্জন্য শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ কহিয়াছেন 'ন চ বিপ্রলম্ভেন বিনা মিলনং পুষ্টিমশ্নুতে'। বিপ্রলম্ভ অর্থই বিরহ। সুতরাং বিরহকে গভীর মিলনের অনুদ্বার বলিয়া আলংকারিকেরা স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা অপ্রাকৃত নায়ক নায়িকার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রেমরসের বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে এই বিরহের মাধ্যমেই আস্বাদন করিয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য অবতারের গোপন রহস্যটির মূল তত্ত্বকে উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। পদকর্তা প্রভু জগদ্বন্ধু এই বিরহকেই অবলম্বন করিয়া শ্রীশ্রীসংকীর্তন পদাবলীতে যে পদগুলি রচনা করিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণতা বিধান করিয়াছেন তাঁহার পরবর্তী রচিত শ্রীশ্রীহরিকথা গ্রন্থে। শেষোক্ত গ্রন্থে বিরহভাবের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যলীলা কোথায় এবং কিরূপে রাধাকৃষ্ণ হইতে শ্রীচৈতন্যলীলায় আসিয়া পরিণত হইল — তাহা সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্য ও শাস্ত্রের পরম বিস্ময় উৎপন্ন করিয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এই তত্ত্বটি ইতিপূর্বে বৈষ্ণব শাস্ত্রে ও পদাবলী সাহিত্যে শুধুমাত্র ইঙ্গিতমুখী হইয়াই বিরাজ করিতেছিল, প্রভু জগদ্বন্ধু সেই তত্ত্বটিকে অতি সুমধুর অথচ গুরু গম্ভীর

ভাষায় 'শ্রীসংকীর্ত্তন পদাবলীর ভিতরে বিরহ, দশমী ও মূর্চ্ছাভঙ্গের আস্বাদন করিয়াই পরবর্ত্তী শ্রীহরিকথায় পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে বিরহ হইতে দশমীর সূচনা করিয়া তাঁহার শেষ পরিণতিটি পরবর্ত্তী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা যে গ্রন্থে যেটুকু যেমনভাবে পাইতেছি সেইটুকু তেমনি ভাবে আস্বাদন করিতেছি।

'বিরহের 'ঘনীভূত অবস্থাকে 'দশমী' বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে যে ক্রম নির্ণয় করিয়াছেন —তাহাতে মোহ বা মূর্চ্ছাকে নবম দশা করিয়াছেন। দশা বর্ণনায় বিপ্রলম্ভে শ্রীরাধিকার যে ভাবনিচয় স্ফুরিত হইত উজ্জ্বলনীলমণি যথাক্রমে তাহার নামকরণ করিয়াছেন। লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ এবং মৃত্যু বা মৃতি! এই দশটি দশার শেষ পরিণতি হইতেছে দশমী। তাহা হইলে দশমীকেই মৃত্যু বা মৃতি কহিতে হয়। এবং মোহ বা ~~পূর্ব~~ মূর্চ্ছাকে তৎপূর্ব দশা অর্থাৎ নবম দশা কহিতে হয়। উজ্জ্বলনীলমণি পূর্ব্বরাগেও এই দশটি দশাকে স্থান দিয়াছেন, কিন্তু এখানে দশমীকে ঠিক মৃত্যু বলেন নাই ~~পু~~ এখানে বলিতে চাহিয়াছেন 'মরণোদ্যমঃ' এবং প্রবাসের দশমী অবস্থাকে মৃত্যুই কহিয়াছেন। মোহ অবস্থাতে মৃত্যুর যাবতীয় লক্ষ্মণ প্রকাশ পাইলেও পুনরায় জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে, কিন্তু মৃত্যুতে লীলার অবসান হয়, কারণ পুনরায় তাহার প্রাণের সঞ্চার হইতে দেখা যায় না। পদকর্ত্তা বরু 'শ্রীসংকীর্ত্তন পদাবলীতে' বিরহ, দশমদশা মূর্চ্ছাভঙ্গে যে পদগুলি রচনা করিয়াছেন — তাহাতে ক্রম দেখিয়া মনে হয় যে তিনি দশমীকে ঐ 'মরণোদ্যমঃ' পর্য্যন্তই মনে করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন। এবং মূর্চ্ছা ভঙ্গ ঐ মরণোদ্যমঃ অবস্থা হইতেই শ্রীরাধাকে ~~[illegible]~~ জাগ্রত করাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীহরিকথায় এই তত্ত্বটি আরও গভীর। সেখানে দশমীকে পদকর্ত্তা ~~[illegible]~~ মৃত্যু বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন এবং মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার এই দশম দশা অর্থাৎ মৃত্যু হইতে ভাবী লীলার সূচনাকে বর্ণনা করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন এবং 'শ্রীসংকীর্ত্তন পদাবলীতে' বিরহের পর্য্যায়ে শেষোক্ত পদগুলিতে পদকর্ত্তা শ্যামচন্দ্রের সহিত মিলনও ঘটাইয়াছেন। তজ্জন্য মনে হয় উক্ত গ্রন্থে পদকর্ত্তা 'পূর্ব্বরাগ' অবস্থায় যে দশমী

তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ 'দশম দশায়' উক্ত গ্রন্থে 'রাইধনী' বিশাখাকে বলিতেছেন, –

কেন গো বিশাখে, পটে দেখালি তাকে,
এখন গরলে জরিল ঘর বুঝিবে বা কে।
শ্যাম বিচ্ছেদ বিষ, দিবানিশি, মোরে করিছে দাহন। ১।

'বিরহ বিধুরা ধনী ধূলাতে ধূসর' হইয়া রহিয়াছেন, মনে হইতেছে যেন 'ছিন্ন পঙ্কজিনী' ধরণীতলে লুটাইয়া পড়িয়াছেন। ধীরে ধীরে তাঁহার কষিত কাঞ্চনবর্ণ কালিমা বর্ণ ধারণ করিল, তাঁহার 'নীলশাড়ী কবরী কিঙ্কিনী' সব এলাইয়া পড়িয়াছে 'বাতাহত অম্বুর' ন্যায় বিরহিনী শ্রীরাধার এমতাবস্থা দেখিয়া তাঁহার সহচরীগণের ব্যথার আর সীমা নাই।

পদকর্তার আবার মনে হইতেছে যে ইহা যেন 'পূর্ণিমার চাঁদ'। আকাশ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আকাশের চাঁদ বলিয়াই পদকর্তা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তিনি এইবার বলিলেন যে ইহা ঠিক প্রাকৃত জগতের যে চাঁদ – সেই চাঁদ নহে। ইহা প্রেম আকাশের চাঁদ। প্রেমের বাঁধ ভাঙ্গিয়াই যাওয়াতেই বুঝি এই প্রেমের চাঁদ আজ খসিয়া পড়িয়াছে। সখীরা অনেক চেষ্টাই করিলেন, কিন্তু রাই ধনীর ত জ্ঞান হইল না। তখন বিশাখা সখী আসিয়া কৃষ্ণনাম কর্ণে দিতে লাগিলেন।

বিশাখা আসিয়া নিকটে বসিয়া
শ্যাম নাম কর্ণে দিল
ললিতা তখন, করিয়া যতন
কোলেতে তুলিয়া নিল। ২।

দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য – চেতঃ খিন্নজনে হরেঃ পরিণতং কারুণ্য বীচিভরে – বিদ্যাভীর-নরেন্দ্রবাং সখি ভবেদালোকসম্ভাবনা। মর্মগ্রন্থি-নিকৃন্তন-ব্যবসিনী ত্বং তাদৃশং বৈরিণী কুরেয়ং বিরহব্যথা না সহতে মদ্ভাগধেয়োৎসবম্ ।।

ললিতমাধব নাটকম্ ৩য় অঙ্ক শ্লোক ২৭।

১। দশম দশা দ্বিতীয় পর্যায় – ১ নং স্তবক

২। বিরহ ৬ নং স্তবক –

সংযোজন:- (ক) উপরিউক্ত ১নং স্তবকটি "সংকীর্তন পদাবলীর" পূর্বরাগ পর্যায়ের "দশমদশা" শীর্ষক পদগুলির উপরে লিখিয়াছেন। পূর্বরাগ বিভাগে "দশমদশা" [illegible] উজ্জ্বলনীলমণিতে পূর্বরাগ বিভাগে [illegible]

[illegible]।
[illegible] ॥ ১৪ ॥
[illegible]।
[illegible] ॥ ১৫ ॥

[illegible]।
[illegible] ॥ ১৬ ॥
[illegible]।
[illegible] ॥ ১৭ ॥

উজ্জ্বলনীলমণি, [illegible]।

(খ) "(দশদশা) নয়নপ্রীতি, চিত্তাসঙ্গ, সংকল্প, নিদ্রাচ্ছেদ, তনুতা, বিষয়-নিবৃত্তি, লজ্জানাশ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু –" [illegible]।
শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, প্রথম খণ্ড।

যেই মাত্র প্রিয়তমের নাম কর্ণে রাইধনী শুনিতে পাইলেন অমনি মৃত সঞ্জিবনীর কাজ করিল । ‘ শুনি নাম ধ্বনি হরিন নয়নী চাহে বিশাখার পানে ’ । তখন সকলে একত্রিত হইয়া মধুর পঞ্চম তানে শ্যাম নাম গাহিতে লাগিলেন । সকলে ‘গা তোল গা তোল ধনী , আসিবেন নীলমণি , সুলক্ষণ নাচে বাম অঙ্গ ’। এদিকে —

শিখি সব কেকা তানে নাচে পুলকিত প্রাণে
পাখি ডালে গাইছে বিহঙ্গ ।।

এমন সময় ‘দূতি সনে ~~কমলাখি~~ কমলাখি’ আসিয়া দাঁড়াইলেন । কিন্তু তাঁহারও রাধা বিরহে বদন মলিন । ‘ধড়া চূড়া বেণুহীন মলিন বদন’ । তিনি শ্রীরাধার এই করুণ অবস্থা দর্শন করিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না , —

পড়িল রসিকবর রাই পদতলে ।
ধোয়াইল রাধাপদ দুনয়ন জলে ।। ১।

তিনি কতই না অন্যায় করিয়াছেন , প্রাণপ্রিয়তমাকে কত কষ্টই না দিয়াছেন। তাই পদকর্ত্তা আবার ভনিতা দিয়া সেই অবস্থাটিকে বর্ণনা করিতেছেন , আর সকলকে দেখাইয়া দিতেছেন , —

হরি পড়িল পড়িল কমলিনী চরণতলে
ভাসিছে নয়ন জলে , চরণ ধোয়াল নয়ন জলে
হের সব কুতূহলে গো ২।

রাইধনী তখন যতন করিয়া নাগরকে ধরিয়া তুলিলেন । সেদৃশ্য দেখিয়া জগবন্ধু ভনিতা দিতেছেন —

জগবন্ধু ভনে বঁধু রহে জোড় করে

আর সেই দৃশ্যটি দেখিয়া পরম আনন্দভরে ~~দূতি~~ একভাগে দাঁড়াইয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন ।

পুনরায় দশম দশায় পদে শ্রীরাধা উপলব্ধি করিতেছেন যেন তাহার আর জীবনের

১। বিরহ — ৬ নং স্তবক
২। বিরহ ১০ নং স্তবক

আশা নাই , তাঁহার মৃত্যু আসন্ন । তাই তিনি সকলের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন । শ্যাম বিচ্ছেদ বিষে তাঁহার সর্বাঙ্গ দহন হইতেছে । সব সখীরা তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । শেষ বিদায়ের পূর্বে শ্রীরাধা সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে তাঁহারা যেন না কাঁদেন , তাঁহারা কাঁদিলে , তাঁহার দশা আর কে বুঝিবে , তজ্জন্য তাঁহাদের কাঁদিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন । শ্রীরাধা তাঁহার সখীদের নিকটে চরম অবস্থার আর একটি অনুরোধ করিলেন । তাঁহার গৃহে সুখে পালিত শারী , শুক , শিখিনী, কোকিল , কুরঙ্গিনী প্রভৃতি যেন তাঁহার দেহাবসানের পরে মুক্তিলাভ করে । তারা যেন তাঁহার দুঃখের কাহিনী দেশে দেশে গান করিয়া বেড়ায় । কিন্তু যাবার বেলা তাঁহার বড় সাধের সমস্ত জিনিষই ত পড়িয়া রহিল — তাই শ্রীরাধা তাহাদিগকে আরও বলিতে লাগিলেন — পদকর্তা বর্ণনা করিতেছেন , —

বৃন্দ বৃন্দ কুঞ্জবন শ্যাম প্রেম নিকেতন ।
বৃথা এ বৈভব বিনে মদন মোহন ।
ত্যজি সকল খেলা, যাবার বেলা, দেহ মোরে আলিঙ্গন
।১।

আরও একটি আকাঙ্খা — তুঙ্গবিদ্যা ললিতা , চিত্রা চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী বিশাখা সুদেবী ইন্দুলেখা ।
তোমরা ফিরে ফিরে, ঘিরে ঘিরে কর হরি সংকীর্ত্তন ।
।২।

এই শেষ অনুরোধ করিয়াই শ্রীরাধা ঢলিয়া পড়িলেন , তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন দেহ হইতে ছাড়িয়া গেল । পদকর্ত্তা এই দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন ।

বন্ধু কাঁদিয়া কয়, এমন সময় , কোথা রাধিকা রতন । ৩।

দশমদশায় দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পদকর্ত্তা শ্রীরাধার এই অবস্থাটির বর্ণনায় কবিত্বের এক শেষ ~~[illegible]~~টা দেখাইয়াছেন । রাইধনী ধূলাতে অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, 'দশনে দশন' লাগিয়া রহিয়াছে । তাঁহার কাঞ্চন নিন্দিত অঙ্গখানি ধূলায় ধূসরিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, আর রক্তবর্ণ বিম্বাধরটি কালিমা রেখায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ।

১। দশম দশা ১ম পর্য্যায় ৩ নং স্তবক

২। ,, ,, ৫ নং স্তবক

৩। ,, ,, ৬নং স্তবক ।

ধনীর মুখ শশী , হা মসী ভালে উঠিল নয়ন ।১।

তাঁহার নাসিকা হইতে নিঃশ্বাস পড়িতেছে না , কবির মনে হইতেছে 'আজ রাহু যেন শশধরে করিল গ্রাস ' । কবি বর্ণনা মধুর হইতেও মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে । কি অপূর্ব ছবিই না ফুটিয়া উঠিয়াছে । কবি বর্ণনা করিতেছেন , —

যখন চেতনা ছিল , কত কথা বলেছিল ,
নয়ন ধারাতে এই ধরা ভিজাইল ।
তার এক বিন্দু অশ্রু জল গণ্ডেতে আছে এখন । ২।

রাহু গ্রাসিত মলিন চন্দ্রমার ন্যায় রাইধনী ধূলাতে পড়িয়া রহিয়াছেন , যখন তাঁহার এই দেহে জ্ঞান ছিল,তখন যে তিনি অঝোরে কাঁদিয়াছিলেন , এখন সবই তাহা প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে , শুধু একবিন্দু অশ্রু তাঁহার গণ্ডে এখনও লাগিয়া রহিয়াছে । এমন সরল সুন্দর খাঁটি রূপটিকে চোখের সামনে তুলিতে কয়জন পদকর্তা সমর্থ হইয়াছেন , শ্রেষ্ঠ শিল্পী যখন চিত্রপট রচনা করেন তখন একটি সুন্দর ছবিকে দুই একটি তুলির টানে অপরূপ রূপ দিতে সমর্থ হন । ঠিক তেমনি শ্রেষ্ঠ কবিও দুই একটি কথারসের সরল প্রয়োগে এক অপরূপ সুন্দর রূপটিকে রসিকজনের সম্মুখে অকৃত্রিম রূপে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হন । আর সেই খানেই শিল্পীর বা সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা । প্রভু জগদ্বন্ধুর পদাবলী সাহিত্য তাই এক নিখুঁৎ অপ্রাকৃত জগতের কথাটিকে এমনভাবে রূপ দিতে সমর্থ হইয়াছেন যাহা কালের বক্ষে কোন দিনও বিলুপ্তি ঘটিবে না । রসিকজনের রসভূমিতে ইহা চিরকাল স্থায়ী হইয়া থাকিবে । পূর্বেই বলিয়াছি যে কবির বর্ণনা ক্রমশঃই মধুর হইতে মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে , 'এক বিন্দু অশ্রু জল গণ্ডেতে আছে এখন' এইটুকু বলিয়াই কবি যে সুন্দর ছবিটিকে রূপ দিলেন —তাহাতে উৎপ্রেক্ষা অলংকার ব্যবহার করিয়া বর্ণনাটিকে আরও অপরূপ সুন্দর করিয়া তুলিলেন । —

১। দশম দশা ২য় পর্য্যায় ১ নং স্তবক
২। ,, ,, ৪ নং স্তবক ।

জানি সলিলে কমল , এযে কমলেতে জল ,
বিমল চন্দ্রিকা লোকে করে টল টল ।।
জিনি শতদল , পরিমল , শ্রীরাধার চন্দ্রানন ।। ১।

সহ সহচরীগণ ' রাইকে ' শোকেতে 'মগন ' দেখিয়া ' হা রাধা মাধব ' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । আর ঐ নাম শুনিতে পাইয়া ধনী আবার চেতনা প্রাপ্ত হইলেন ।

দশম দশার তৃতীয় পর্য্যায়ে শ্রীরাধার পূর্ববৎ কৃষ্ণবিরহের ঘনীভূত অবস্থা ঘটিল । শ্রীরাধা মৃত্যুকে নিকটে জানিয়া সখীদের নিকট তাঁহার শেষ আকিঞ্চন বলিয়া দিলেন ।

এই শেষ আকিঞ্চন , যবে হবে গো মরণ ,
তমালের ডালে দেহ করিও বন্ধন । ২।
আমার কৃষ্ণ এলে দেখাও বাঁকা সখাকে দেখাও ইত্যাদি —

তাহার পরই আবার ঢলিয়া পড়িলেন , আর পদকর্ত্তা বন্ধু নয়ন ধারায় ভাসিতে লাগিলেন । দশমদশার চতুর্থ পর্য্যায়ের পদগুলির সহিত শ্রীশ্রীকবিরত্নার পদগুলির সহিত অনেক স্থানে ~~[illegible]~~ মিল রহিয়াছে কিন্তু আখর অনেক বেশী । তৃতীয় পর্য্যায়ে শ্রীরাধা ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন — তাহার পর তাঁহার আর জ্ঞান ফিরিয়া আসেন নাই । পদকর্ত্তা সেই অবস্থাটিকে বর্ণনা করিতেছেন —
' প্রেম সরোবর নীরে হসিত নলিনী ।

ইহার পর কয়েকটি আখর দিয়া পরে বলিলেন , বিনোদ তপন বিনে বুঝি অনাথিনী ।

শ্রীরাধিকার রূপের এইরূপ বর্ণনায় কবি নানাবিধ অলংকারের একত্র অদ্ভুত সমাবেশ দেখাইয়া তাঁহার পদগুলির কাব্যরূপটির চরম চমৎকারিতা প্রদর্শন ~~করি~~ করাইয়াছেন , —

দশম দশায় ভূমে পড়ে কমলিনী ।
যেন কুঞ্জবনে কত ফুটেছে নলিনী ।।
কত কমল বা ফুটেছে কিশোরী কমল ফুটে
চৌদিকে আলো করে নিকুঞ্জ বাসর ঘরে

১। দশম দশা ২য় পর্য্যায় ৪ নং স্তবক । ২। দশম দশা ৩য় পর্য্যায়ে ৩নং স্তবক

: পদ্মিনী শ্রীরাধিকা , সর্ব সুলক্ষণা নারীইত পদ্মিনী নারী — তাইতো তাঁহার সর্বাঙ্গই পদ্ম সুরূপা ।

নাভিপদ্ম মুখ পদ্ম আঁখি পদ্ম তায় ।
একি পদ্মবন গো এক , রাই পদ্মে পদ্মে এত পদ্ম
পাদপদ্ম নখে কোটী শশী শোভা পায় ।
শশী পদে যে শোভেরে যেন সুধায় ধারা , ত্যজ্য করে
আছে রাধা পদে নখোপরে ১। +

এবার আর শ্রীরাধার এই অবস্থা হইতে পুনরায় চেতনা ফিরিয়া আসিতেছে না । কবি বর্ণনা করিতেছেন , —

ভালে উঠিয়াছে আঁখি , উড়ে গেছে প্রাণ পাখী
শূন্য করে ও দেহ পিঞ্জর ।
দশেন্দ্রিয় ছেড়ে গেল, নবদ্বার বন্ধ ভেল ,
শোকে জগদ্বন্ধু জর জর । ২।

দশম দশার পঞ্চম পর্য্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে সমস্ত প্রকৃতির মাঝে যে শ্রীহীনতা ফুটিয়া উঠিয়াছে , পদকর্ত্তা তাঁহার অপূর্ব বর্ণনা দিয়াছেন, শ্রীরাধা একবার চেতনা প্রাপ্ত হইয়া মর্ম্মোবেদনা প্রকাশ করিতেছেন — আর সেই বেদনায় সমস্ত প্রকৃতি ও আজি মুহ্যমানা হইয়া পড়িয়াছে । —

ফলহীন বৃক্ষরাজি , গন্ধহীন ফুল ।
গোকুল অকূলে রেখে দিবে না কি কূল ।।
নীরবিল শারি শুক অলি না গুঞ্জরে ।
পাপিয়া কোকিল কাকাতুয়া না কুহরে ।। ৩।

+ স্মরণীয় — ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা ।
কিশোর কবুকণ্ঠা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী ।।
মৃদুবচন সুশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা
সকল তনু সুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা । রতিমঞ্জরী.

১। দশমদশা ৩য় পর্য্যায় ৩নং এবং ৪ নং স্তবক
২। ,, ,, ৭ নং স্তবক
৩। ,, ৪র্থ পর্য্যায় ২ নং স্তবক ।

শারি, শুক, কোকিল কাকাতুয়া টিয়া প্রভৃতি আজ মনোদুঃখে নীরব। তাহাদের নীরবতা সমস্ত কুঞ্জে আজ সুব্ধতায় পূর্ণ। কুঞ্জের শ্রী আজ শ্রীহীন।

নাহি কুঞ্জ শোভা   মুনি মনোলোভা
শোভাহীন ব্রজধাম।
তোমার বিহনে   বিরহ দহনে
বুঝি বঁধু মরিলাম।   ১।

বিরহের শোকোচ্ছাসব্যক্ত করিতে করিতে 'প্যারী নয়ন মুদিল', জগবন্ধু তখন সকল সখীগণকে রাইধনীকে জাগরিত করিবার জন্য বলিয়া দিলেন —

দাস জগবন্ধু বলে শুন সখীগণ
কর্ণমূখে শ্যাম নাম গাও সর্বজন।।   ২।

দশম দশায় ষষ্ঠ পর্য্যায়ে শ্রীরাধিকা এই দারুণ বিরহ তাপে পতিত রহিয়াছেন দেখিয়া সব সখীগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন — অনেক ক্রন্দন করিয়া তাঁহাদের মনোকথা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে পদকর্ত্তার পরামর্শানুযায়ী বিশাখা সুন্দরী শ্রীরাধার কর্ণমূলে শ্যামনাম উচ্চকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন। তখন শ্রীরাধা

বঁধু ভ্রমে বিশাখায় নেহারে কিশোরী।
ভনে জগবন্ধু সব বল হরি হরি।।   ৩।

পদকর্ত্তা জগবন্ধু তখন মনের সাধে অনেকগুলি আখর দিয়া 'দশম দশা' পালাটি সাঙ্গ করিলেন।

'বিরহ ও দশমীতে 'পদকর্ত্তা যে পদরচনা করিয়াছেন 'মূর্চ্ছা ভঙ্গের' পদগুলি তাহারই নামান্তর মাত্র। এখানেও মূর্চ্ছাভঙ্গের প্রথম পর্য্যায়ে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে রাই ধনী কৃষ্ণবিরহে মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছেন সখীগণ নাসিকায় তুলা ধরিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন,

---

১। দশম দশা ৪র্থ পর্য্যায় ৫ নং স্তবক।
২। ,, ,, ১১নং স্তবক
৩। ,, ষষ্ঠ পর্য্যায় ৭ নং স্তবক।

ললিতা পূর্ব্ববৎ কর্ণমূলে নাম দিয়া তাঁহাকে চেতন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন আর ফলে শ্যাম নামে বিনোদিনী রাই ধনী আঁখি পদ্ম উন্মীলন করিয়াছেন ।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আমরা দেখিতে পাই যে সব সখীগণ যখন দেখিতে পাইলেন যে শ্রীরাধা আবার অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন তখন নিজেরাই ক্রন্দন করিয়া শ্যাম চাঁদকে ডাকিতে লাগিলেন ।

হা বিনোদ নিরদয় কোথা রলে এ সময়
তো বিহনে মরে কমলিনী । ১।

আজ রাই যদি সত্যই মরিয়া যান তবে 'মোরাও ত্যজিব জীবন' বলিয়া তাঁহারাও গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইয়া হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । সে শোকোচ্ছ্বাসের ভাষা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী । [illegible] তখন ললিতা ধৈর্য্য ধরিয়া কর্ণে নাম দিতে লাগিলেন । শ্রীরাধা চমকিতা হইয়া জাগরিতা হইলেন । তখন পদকর্ত্তা মনের সাথে আখর দিয়া সকলকে হরিনাম করিয়া ধন্য হইতে বলিলেন ।

'শ্রীসংকীর্ত্তন পদাবলীতে' ইহার পর পদকর্ত্তা 'প্রভাস খণ্ড' শীর্ষক একটি পালাগান রচনা করিয়াছেন — অবশেষে 'চৈতন্য প্রচারণ' শেষ করিয়া প্রণতি সূচক একটি পদ রচনা করিয়া সংকীর্ত্তন পদামৃত শেষ করিয়াছেন